ATHENA, VOLUME VI, JULY 2022 C.E. (ISSN: 2454-1605) pp. 149-159
www.athenajournalcbm.in

ভারত ও রাশিয়ার সম্পর্ক: রাষ্ট্রীয় মিত্রতার এক রাজনৈতিক নিদর্শন

তন্ময় দে*

প্রাপ্ত: ২৭/০১/২০২২ পরিমার্জন: ৩১/০৩/২০২২ গৃহীত: ২৯/০৬/২০২২

সারসংক্ষেপ: *ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার কথা বলতে গেলে বিশেষ গুরুত্ব পায় এর আন্তর্জাতিক রাজনীতির কথা এবং এই আন্তর্জাতিক রাজনীতির কথা বলতে গেলে খুব স্বাভাবিকভাবে এসে পরে পাকিস্তান, চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের কথা। তবে এই প্রসঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়া (বর্তমানে রাশিয়া)-এর কথা বিশেষভাবে আলোচনা করতে হয়। ১৯৫০-এর দশকে ভারতসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ঔপনিবেশিক অধীনতা থেকে মুক্তিলাভ এবং নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য একটি রাজনৈতিক চাপানোতর শুরু হয়েছিল। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে যোগদান করবে নাকি নিজেদের একটি আলাদা জোট গড়ে তুলবে সেই বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে ভারত জোটনিরপেক্ষ নীতি বজায় রাখলে সে মার্কিন চক্ষুশূলে পরিণত হয়। তবে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের মৈত্রি অক্ষুন্ন ছিল যার একাধিক নিদর্শন দেখা গেছে ১৯৪৭ সালের পর। ভারতের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের যুদ্ধের সময় সোভিয়েত রাশিয়া বারবার ভারতের পক্ষ সমর্থন করে মিত্রতার এক ভীত গড়ে তুলেছে। ১৯৪৭ থেকে ২০১৯ সাল এই কয়েক দশকে ভারতের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক চরিত্রের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। ১৯৯০ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার ভাঙনের পর তার আয়তন ও শক্তি কমলেও রাশিয়ার গুরুত্ব হারায়নি। আমার এই গবেষণা নিবন্ধে আমি ভারত ও রাশিয়ার সম্পর্কের বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় মিত্রতার এক বিশেষ দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছি।*

সূচক শব্দ: *ভারত-রাশিয়া মৈত্রি, রুশ-পাকিস্তান সম্পর্ক, আমদানি-রপ্তানি বানিজ্য, সামরিক মহড়া, চন্দ্রযান-২, গগনযান, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, নরেন্দ্র মোদী, ভ্লাদিমির পুতিন।*

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, কৃষ্ণনগর সরকারি মহাবিদ্যালয়।
e-mail: deytanmoy2016@gmail.com

১৯৫০-এর দশকে ভারতের সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সোভিয়েত রাশিয়া সফল প্রতিনিধিত্ব করেছিল। ১৯৫৫ সালের জুনে সোভিয়েত ইউনিয়নে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর সফর এবং ঐ বছর শুরুর দিকে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সচিব নিকিতা ক্রুশ্চেভের ভারত সফরের মাধ্যমে ভারত-রাশিয়ার সম্পর্ক শুরু হয়েছিল। ভারত সফরের সময় নিকিতা ক্রুশ্চেভ ঘোষণা করেছিলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন কাশ্মীরের বিতর্কিত অঞ্চল এবং গোয়ার মতো পর্তুগীজ উপকূলীয় ছিটমহলগুলির উপর ভারতীয় সার্বভৌমত্বকে সমর্থন করবে। নিকিতা ক্রুশ্চেভের আমলে ভারতের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সঙ্গে সোভিয়েতের সম্পর্ক সামান্যমাত্রায় হলেও নেতিবাচক করে তুলেছিল। ১৯৬২ সালের অক্টোবরে চীন-ভারত যুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন রাজনৈতিক কারণে ভারতকে সমর্থন করতে না পারলেও সে চীনকেও সাহায্য করেনি; এই নিরপেক্ষতার ফলে সোভিয়েত-চীন সম্পর্ক খারাপ হয়েছিল।[১]

১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত যুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে শান্তিস্থাপনে সফল দায়িত্ব পালন করেছিল। সোভিয়েত মন্ত্রীপরিষদের কাউন্সিলের চেয়ারম্যান আলেক্সি কোসিগিন ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কাশ্মীর নিয়ে সামরিক সংঘাতের অবসান ঘটাতে সহায়তা করেছিলেন। ১৯৭১ সালে পূর্ব-পাকিস্তান (পূর্ববঙ্গ) পশ্চিম-পাকিস্তানের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রয়াস শুরু করেছিল। ভারত পূর্ব-পাকিস্তানের এই পদক্ষেপকে সমর্থন করেছিল এবং পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষে সম্ভাব্য চীনা হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালের আগস্টে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ইন্দো-সোভিয়েত শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগীতা চুক্তি (Indo-Soviet Treaty of Peace, Friendship and cooperation) স্বাক্ষর করে। ঐ বছর ডিসেম্বরে ভারত মুক্তিযুদ্ধে প্রবেশ করে এবং পূর্ববঙ্গকে বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশে সাহায্য করে।[২]

১৯৭০-এর দশকের শেষদিকে দক্ষিণপন্থী জনতা পার্টির জোট সরকার এবং ১৯৮০-এর দশকে ইন্দিরা সরকারের আমলে ভারত-সোভিয়েত সম্পর্কের ভিত্তি আরোও মজবুত হয়েছিল। ভারতের বৈদেশিক নীতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্কের উচ্চ অগ্রাধিকারের ইঙ্গিত দিয়ে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ১৯৮৫ সালের মে মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করেছিলেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন। ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির পণ্ডিত রেজাউল করিম লস্করের মতে এই সফরের সময় রাজীব গান্ধী সোভিয়েত সাধারণ সম্পাদক মিখাইল গর্বাচেভের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। সাধারণ সম্পাদক গর্বাচেভ অসমর্থিতভাবে রাজীব গান্ধীকে একটি এশিয় সম্মিলিত সুরক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। এই প্রস্তাবটি লিওনিভ ব্রেজনেভও সমর্থন করেছিলেন, কারণ এশিয়ার রাজনীতিতে চীনা প্রভাবকে নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষেত্রে এটি একটি কার্যকরী ব্যবস্থা হয়ে উঠতে পারে বলে তিনি মনে করেছিলেন।[৩]

১৯৫৫ সালের এপ্রিলে ইন্দোনেশিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি আহমেদ সুকর্ণ দ্বারা আয়োজিত নেহেরুর নেতৃত্বাধীন এশিয়-আফ্রিকীয় সম্মেলনের জন্য বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে নেহেরু সোভিয়েত নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন।[৪] ১৯৫৪ সালের জুনে নেহেরু ও চৌ-এন-লাইয়ের মধ্যে এশিয়া, আফ্রিকা এবং প্রশান্ত মহাসাগরে নতুন উদীয়মান রাষ্ট্রগুলির ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা হয়। এই বৈঠক নিরপেক্ষ দেশগুলির মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক পরিচালনার জন্য একটি মডেলস্বরূপ হয়ে উঠেছিল।[৫] এখানে ভারত ও চীন পঞ্চশীল নামে পাঁচটি নীতিমালা গঠনের সিধান্ত নিলে সোভিয়েত রাশিয়াও মুগ্ধ হয়েছিল। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিসমূহ বান্দুং-এ প্রসার ও সমর্থন করা হয়েছিল এবং তাত্ত্বিকভাবে নীতিগুলি নিরপেক্ষ দেশগুলির বৈদেশিক নীতির পথনির্দেশক হয়ে পড়েছিল। ১৯৫৩ সালে স্ট্যালিনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েতের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হচ্ছিল, বিভিন্ন নেতৃত্ব নতুন দিকনির্দেশনার সিদ্ধান্ত নিয়ে এশিয়া ও আফ্রিকার সাম্প্রতিক স্বাধীন দেশগুলিকে সক্রিয়ভাবে নিজেদের স্বার্থানুকুলে নিযুক্ত করতে চেয়েছিল।

১৯৫৫-এর মাঝামাঝি সময় ভারত-সোভিয়েত সম্পর্কের এক নব অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল; ঐ বছর ১৮-২৪শে এপ্রিল পর্যন্ত বান্দুং-এ আয়োজিত সম্মেলনে আলোচনার বিষয় হিসেবে নির্ধারিত ভূ-রাজনীতি পুনর্নির্মাণের বিষয়টি আজও বিশ্বরাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক। জহরলাল নেহেরু ১৯৫৬ সালের ২০শে জুন কমনওয়েলথে প্রধানমন্ত্রীদের বৈঠকে জানিয়েছিলেন যে সোভিয়েত রাশিয়ায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হচ্ছে এবং তাঁর কাছে এটাও স্পষ্ট যে সোভিয়েত নেতারা অ-কমিউনিস্ট দেশগুলির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হবে।[৬] ভারত তার প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৫১-৫৬ সালে বাস্তবায়ন করেছিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে কোনও উল্লেখযোগ্য মিথস্ক্রিয়া ছাড়াই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করার জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী (১৯৫৬-১৯৬১) পরিকল্পনাও শুরু করেছিল। তবে দীর্ঘদিন এই বিচ্ছিন্নতা বজায় রাখা সম্ভব হয়নি; কারণ, ১৯৬২ সালের যুদ্ধে চীনের কাছে পরাজিত হওয়ার পর ভারতের পক্ষে অর্থ, প্রযুক্তি ও অস্ত্রের উৎস খুঁজে পাওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে এবং সেকারণে তার প্রয়োজন ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার মতো এক শক্তিশালী মিত্ররাষ্ট্রের।[৭]

সোভিয়েত রাশিয়া বহু দশক ধরে ভারতে সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করেছে এবং ১৯৯০ সালের পর থেকে রাশিয়ান ফেডারেশন সেই দায়িত্ব পালন করে চলেছে। ২০১২-২০১৬ সালের হিসেব থেকে বোঝা যায় রাশিয়া ৮%, আমেরিকা ১৪% এবং ইজরায়েল ৭.২% অস্ত্র ভারতে সরবরাহ করে। ভারত ও রাশিয়ার নৌবাহিনী ফ্রিগেটস নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষর করে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদন ক্ষেত্রে সহযোগীতা আরও জোরদার করেছে। ২০১৭ সালের হিসাবানুসারে উভয় দেশ কামোভ কা-২২৬টি টুইন ইঞ্জিন, ২০০টি কম ওজনের ইউটিলিটি হেলিকপ্টার (রাশিয়াতে ৬০টি এবং ভারতে ১৪০টি), ব্রহ্মোস ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র (৫০.৫% ভারত এবং ৪৯.৫% রাশিয়ার আংশিদারিত্বের ভিত্তিতে) তৈরী করতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বরে ভারত-রাশিয়া সহযোগীতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যার ফলস্বরূপ ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে প্রচুর প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কিনেছিল। এই চুক্তির মাধ্যমে পঞ্চম জেনারেশন ফাইটার এয়ারক্রাফ্ট (এফ.জি.এফ.এ), মাল্টিরোল ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্রাফ্ট (এম.টি.এ) উৎপাদন করতে যৌথ উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।[৮] ১৯৯৭ সালে রাশিয়া এবং ভারত সামরিক-প্রযুক্তিগত সহযোগীতা বৃদ্ধির জন্য জন্য একটি দশ বছর মেয়াদের চুক্তি স্বাক্ষর করে যেখানে বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়, যৌথ বিকাশ, উৎপাদন, অস্ত্র ও সামরিক প্রযুক্তির যৌথ বিপণনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে এই সহযোগীতা কেবল ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলনা; যৌথ গবেষণা ও উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, যোগাযোগের পরিষেবাতে যৌথ অনুশীলনও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বর্তমানে সামরিক-প্রযুক্তিগত সহযোগীতা সম্পর্কিত একটি আন্তঃসরকারি কমিশন রয়েছে, যেখানে দুদেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীরা সভাপতিত্ব করে। এই আন্তঃসরকারি কমিশনের সপ্তম অধিবেশনটি মস্কোতে ২০০৭ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত হয় যেখানে ভবিষ্যত সামরিক কার্যকলাপের একাধিক নীতি নির্ধারিত হয়েছে।[৯] ২০২১ সালের ৬ই ডিসেম্বর নতুন দিল্লীতে এই কমিশনের অন্তিম সম্মেলন আয়োজিত হয়েছে যেখানে অর্থনৈতিক, প্রতিরক্ষা, মহাকাশ গবেষণা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সাংস্কৃতিক সহযোগীতা, কোভিড অতিমারি মোকাবিলা, শিল্প ও বাণিজ্য ও সর্বোপরি রাজনৈতিক বিষয়ক বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়েছে।[১০]

২০১২ সালে রুশ রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের ভারত সফরকালে উভয়দেশ ২.৯ বিলিয়ন ডলার মূল্যের একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করে। পি.এস.ইউ হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লাইসেন্সের অধীনে ৪২টি নতুন সুখোই উৎপাদনের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, যার সঙ্গে পূর্বের চুক্তিমতো ২৩০টি সুখোইও যুক্ত হবে। মাঝারি লিফট এম.আই.১৭.ভি.৫ হেলিকপ্টার ক্রয়ের জন্য ২০০৮ সালে ১.৪৪ বিলিয়ন ডলারের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, যার সঙ্গে পূর্বের চুক্তিমতো ৮০টি হেলিকপ্টার যুক্ত হবে। রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের প্রতিরক্ষা প্রকল্পগুলির মূল্য আরও বাড়িয়ে পঞ্চম প্রজন্মের সামরিক শক্তি হিসেবে ভারতের গড়ে ওঠার জন্য বিভিন্ন চুক্তি রূপায়িত হয়েছে। ভারত যদি ২০২২ সাল থেকে ২০০-এর বেশি পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমান অন্তর্ভুক্ত করে তবে ভারতের পক্ষে এই বিশাল প্রকল্পটির সামগ্রিক ব্যায় প্রায় ৩৫ বিলিয়ন

মার্কিন ডলার হবে, কারণ প্রতিটি বিমানের জন্য ভারতকে ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্য দিতে হবে। তবে ভারতের এই উত্থান প্রতিরোধের জন্য আমেরিকা ২০১৮ সালের অক্টোবরে সি.এ.এ.টি.এস.এ আইন উপেক্ষা করে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাশিয়ার সঙ্গে ৫.৪৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এই প্রসঙ্গে বলতে হয় ভারত-রাশিয়ার এই সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া থেকে ভারতের এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থা কেনার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিষেধাজ্ঞার হুমকিও দিয়েছিল, কিন্তু ভারত তার সিদ্ধান্তে অটল থাকতে সক্ষম হয়েছে।[১১]

ভারত ও রাশিয়ার সম্পর্ক আরোও ভালোভাবে অনুধাবন করার জন্য বেশ কয়েকটি যৌথ সামরিক কর্মসূচির কথা বলা যেতে পারে, যথা: ব্রহ্মোস ক্রুজ মিসাইল প্রোগ্রাম, পঞ্চম প্রজন্মের ফাইটার জেট প্রোগ্রাম, সুখোই সু-৩০ এম.কে.আই প্রোগ্রাম, ইলিউশিন/এইচ.এ.এল কৌশলগত পরিবহন বিমান, কে.এ-২২.টি টুইন ইঞ্জিন ইউটিলিটি হেলিকপ্টার এবং কিছু ফ্রিগেটস নির্মাণ প্রভৃতি। ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে বিভিন্ন সামরিক হার্ডওয়্যার ক্রয় করেছে বা লিজ নিয়েছে যেগুলির কথাও এখানে বলা দরকার, যেমন- এস-৪০০ ট্রায়াম্ফ। এদের মধ্যে চুক্তি হয়েছে যে মেক-ইন-ইন্ডিয়া উদ্যোগে ভারতে তৈরি করা হবে কামভ কা-২২৬, টি-৯০, এস-ভীষ্ম, আকুলা-২ পারমাণবিক সাবমেরিন, আই.এন.এস বিক্রমাদিত্য, বিমানবাহক প্রোগ্রাম টু-২২, এম-৩ বোমারুবিমান এবং ৯০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের আপগ্রেডেড মিগ-২৯, এম.আই-১৭, ইলিউশিন ইল-৭৬ প্রভৃতি।[১২]

তাজিকিস্তানের ফারখোর বিমানঘাঁটি বর্তমানে ভারতীয় বিমানবাহিনী এবং তাজিকিস্তান বিমানবাহিনী যৌথভাবে পরিচালনা করছে এবং এই পদক্ষেপের পিছনেও রাশিয়ার সমর্থন রয়েছে। ভারত-রাশিয়ার সম্পর্ককে উভয়ের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের মাধ্যমেও অনুধাবণ করা যেতে পারে; বিভিন্ন বাণিজ্যিক পণ্যের মধ্যে রয়েছে যন্ত্রপাতি, ইলেক্ট্রনিক্স, মহাকাশ-গবেষণা সরঞ্জাম, অটোমোবাইল, বাণিজ্যিক শিপিং, রাসায়নিক-পণ্য, ফার্মাসিউটিক্যালস্, রাসায়নিক সার, পোশাক, মূল্যবান পাথর, ধাতু-শিল্প, পেট্রোলিয়াম-পণ্য, কয়লা, চা এবং কফি প্রভৃতি। ২০০২ সালে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০১২ সালে তার পরিমাণ বেড়ে ১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে।[১৩] তবে নিজেদের মধ্যবর্তী আর্থিক সম্পর্ক আরোও উন্নত করার জন্য ভারত ও রাশিয়া ২০২২ সালের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের লক্ষ্যমাত্রা ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার নির্ধারণ করেছে। দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক পরিচালনার কাজে নিযুক্ত সংস্থাগুলির মধ্যে রয়েছে আই.আর.আই.জি.সি, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্কিত ইন্দো-রাশিয়ান ফোরাম, ভারত-রাশিয়া বাণিজ্য কাউন্সিল, ভারত-রাশিয়া বাণিজ্য-বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি প্রচার কাউন্সিল, ভারত-রাশিয়ার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কাউন্সিল এবং ভারত-রাশিয়া চেম্বার অফ কমার্স ইত্যাদি। উভয় সরকার যৌথভাবে একটি অর্থনৈতিক কৌশল গ্রহণ করেছে, যেখানে ভবিষ্যতের দ্বিপাক্ষীয় বাণিজ্য বাড়ানোর জন্য বেশ কয়েকটি পদক্ষেপের কথা রয়েছে; যেমন- বিনিয়োগের প্রচার ও সুরক্ষা-সম্পর্কিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, শুল্কপদ্ধতির সরলিকরণ, পারমাণবিক শক্তি'সহ বাণিজ্য সম্প্রসারণে নতুন দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি, তেল এবং গ্যাস বিনিময় ইত্যাদি। রাশিয়া জানিয়েছে সে 'মেক-ইন-ইন্ডিয়া' উদ্যোগে ভারতের সাথে 'স্মার্ট-সাইটস', ডি.এম.আই.সি, মহাকাশ গবেষণা, বাণিজ্য ও পারমাণবিকক্ষেত্র প্রভৃতির মাধ্যমে সামরিক পণ্য উৎপাদন বাড়াতে সচেষ্ট হবে। রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে তার সরকার ভারতে স্মার্টসিটি গড়ে তুলতে ভারত সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে।[১৪]

ভারত বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম হীরেকাটা ও পালিশকেন্দ্র হিসেবে গন্য হওয়ার সুবাদে বিধি ও শুল্ক হ্রাসের মাধ্যমে হীরাতে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যকে আরও কার্যকর করার বিষয়ে রাশিয়ার সঙ্গে সহমত হয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন- "আমি রাষ্ট্রপতি পুতিনের কাছে তিনটি প্রস্তাব দিয়েছি; প্রথমত, আমি চাইব যে আরও বেশি ভারতীয় সংস্থার সঙ্গে সরাসরি দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি করা হোক এবং আমি জেনে খুশি যে তারা এই দিকে

এগিয়ে চলেছেন। দ্বিতীয়ত, আমি চাই যে অ্যারোসা এবং অন্যান্যরা আমাদের সাথে সরাসরি হীরের বাণিজ্য করুক। আমরা একটি বিশেষ নোটিফিক জোন তৈরী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যেখানে খনিসংস্থাগুলি সহজে বাণিজ্য করতে পারবে। তৃতীয়ত, আমি প্রবিধান সংস্কার করতে বলেছিলাম যাতে রাশিয়া ভারতে তুলনামূলক সহজশুল্কে হীরে রপ্তানি করতে পারে এবং অতিরিক্ত শুল্ক ছাড়াই পালিশ করা হীরা পুনরায় আমদানি করতে পারে।"[১৫] পারমাণবিক ক্ষেত্রে রাশিয়া ব্যাপক উন্নতি করেছে, যার নিদর্শন হিসেবে আগামি কুড়িবছরের মধ্যে তার কুড়িটিরও বেশি পারমাণবিক চুল্লি তৈরীর পরিকল্পনার কথা বলা যেতে পারে। রাষ্ট্রপতি পুতিন একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন- "ভারতে কুড়িটিরও বেশি পারমাণবিক ইউনিট তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে সহযোগীতার পরিকল্পনাও রয়েছে; এর পাশাপাশি প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামের যৌথ-উত্তোলন, পারমাণবিক জ্বালানি এবং বর্জ্য অপসারণ ইত্যাদি বিষয়েও তাদের উদ্যোগ রয়েছে।"[১৬] ২০১২ সালে রাশিয়ার গাজপ্রম গ্রুপ এবং ভারতের গেইল কুড়ি বছরের জন্য বার্ষিক ২.৫ মিলিয়ন টন হারে এল.এন.জি ভারতে পাঠাতে সম্মত হয়েছিল, যা ২০১৭-২০২১ সালের মধ্যে যেকোনো সময় শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। রাশিয়ার তৈলখাতে ভারতীয় তৈলসংস্থাগুলি বিনিয়োগ করেছে, যার উদাহরণ হিসেবে ও.এন.জি. সি দ্বারা সাখালিন-১-এর তেলক্ষেত্রে ৮ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের কথা বলা যায়।

তবে কেবল বাণিজ্যিক দিক দিয়ে উভয় দেশের সম্পর্ক পূর্ণ অনুধাবন সম্ভব নয়, উভয়দেশের মধ্যেকার ভিসাব্যবস্থা অনুধাবন করলে আরও অনেক তথ্য পাওয়া যায়। বর্তমানে রাশিয়ানদের ভিসা নিয়ম সহজ করায় ভারত ভ্রমণের ক্ষেত্রে রুশ পর্যটকদের সংখ্যা ২২%-এরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১১ সালে মস্কো, ভ্লাদিভোস্টক এবং সেন্ট পিটার্সবার্গে ভারতীয় কনস্যুলেটরা প্রচুর ভিসা প্রদান করেছে যা ২০১০ সালের তুলনায় ৫০% বেশি। উভয়দেশই ২০২৫ সালের মধ্যে বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা ৩০ বিলিয়ন ডলার নির্দিষ্ট করেছে। তবে ২০১৮ সালের মধ্যেই এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হওয়ায় ২০২৫ সালের মধ্যে নির্ধারিত লক্ষ্য ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। রাশিয়ার সংস্থাগুলির জন্য ভারত একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনেরও প্রস্তাব দিয়েছিল; ২০১৯ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর রাশিয়ার সুদূর পূর্বের উন্নয়নের জন্য ভারত ১ বিলিয়ন ডলার ঋণছাড়ের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আশা করা যেতে পারে ভারত এবং ইউরেশিয়ান অর্থনৈতিক ইউনিয়নের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে ভারত, রাশিয়া, কাজাখিস্তান, আর্মেনিয়া, কিরগিজস্তান এবং বেলারুশসহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে একটি মুক্ত বাণিজ্যক্ষেত্র গড়ে তোলা হবে।[১৭]

মহাকাশ-গবেষণার ক্ষেত্রেও ভারতের সাফল্য প্রসঙ্গে রাশিয়ার সহযোগীতার কথা বলা যেতে পারে। ভারতের প্রথম উপগ্রহ 'আর্যভট্ট' ১৯৭৫ সালের ১৯শে এপ্রিল সোভিয়েত ইউনিয়নের কাপুস্টিন ইয়ার থেকে একটি কসমস-৩ এম লঞ্চ গাড়ি ব্যবহার করে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল। ভারত এরপর নিজের কৃতিত্বে একাধিকবার মহাকাশ অভিযান চালালেও সোভিয়েতের এই অবদান ভোলার নয়। ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের ভারত সফরের সময় উভয়ের মধ্যে স্থানসংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, যথা- শান্তিপূর্ণভাবে সহযোগীতা সম্পর্কিত আন্তঃসরকারি সহায়তাচুক্তি এবং রাশিয়ান উপগ্রহ নেভিগেশন সিস্টেম গ্লোনাসে সহযোগীতা সম্পর্কিত আন্তঃমহাকাশসংস্থাচুক্তি। GLONASS(Globalnaya Navigazionnaya Sputnikovaya Sistema)-এ বেশ কয়েকটি ফলো আপ চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে; ২০০৭ সালের নভেম্বরে উভয়দেশ যৌথ চন্দ্রানুসন্ধানে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। 'চন্দ্রযান-২' হল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো) এবং রাশিয়ান ফেডারেল স্পেস এজেন্সি (আরকেএ) দ্বারা প্রস্তাবিত যৌথ চন্দ্রান্বেষণ মিশন, যার আনুমানিক ব্যায় নির্ধারিত হয়েছিল ৪.২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৭ সালে প্রস্তাবিত এই মিশনে ভারতে তৈরী একটি চন্দ্র কক্ষপথ এবং রোভারের পাশাপাশি রাশিয়ার নির্মীত একটি ল্যান্ডারও অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু যৌথ উদ্যোগে বারবার বিলম্বের কারণে ভারত ল্যান্ডার এবং মিশনের সমস্ত খরচ নিজেই বহন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। পরবর্তীতে ইসরো 'বিক্রম' নামে নিজস্ব ল্যান্ডার তৈরী করে এবং অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে

২২শে জুলাই ২০১৯ সালে 'চন্দ্রযান-২' মিশন সফলভাবে উৎক্ষেপণ করে।[১৮]

ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে বিভিন্ন সম্পর্কের কথা বলার পর এদের বানিজ্যের একটি পরিসংখ্যান এখানে তুলে ধরা যেতে পারে।[১৯]

ভারত থেকে রাশিয়ায় রপ্তানিকৃত পণ্য (২০১৪ সালের হিসেবে)	
পণ্য তালিকা	**পরিমাণ (মার্কিন ডলার মিলিয়নে)**
ফার্মাসিউটিক্যালস্	৮১৯.১
বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	৩৮২.৩
যন্ত্র, ইঞ্জিন এবং পাম্প	১৫৯.৪
লৌহ-ইস্পাত	১৪৯.১
পোশাক	১৩৫.৭
কফি, চা এবং মশলা	১৩১.৭
তামাক	১১৩.৯
যান-বাহন	১১১.১

এখন আরেকটি পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো [২০]:

রাশিয়া থেকে ভারতে আমদানিকৃত পণ্য (২০১৪ সালের হিসেবে)	
পণ্য তালিকা	**পরিমাণ (মার্কিন ডলার মিলিয়নে)**
রত্ন, মূল্যবান ধাতু এবং মুদ্রা	১,১১০
যন্ত্র, ইঞ্জিন এবং পাম্প	৭০৭.৪
বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	৪৭২.৭
সার	৩৬৬.৮
মেডিকেল, প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম	৩০২.৭
তেল	২৩৩.৮
লৌহ-ইস্পাত	১৬৭.৪
কাগজ	১৩৬.৮
অজৈব রাসায়নিক	১২৭.৪
লবন, সালফার, পাথর এবং সিমেন্ট	১০৫.১

ভারতের উত্তর-পুর্ব এবং উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত রয়েছে যথাক্রমে চীন এবং পাকিস্তান, যাদের সঙ্গে ১৯৫০-এর দশক থেকেই নানান সীমান্তসমস্যায় ভারত জড়িয়ে রয়েছে। ভারত যদিও এদের সীমান্তে কখনও অবৈধভাবে প্রবেশ করেনা ও আক্রমণও করেনা, কিন্তু বারংবার পাকিস্তান এবং চীন ভারতের উপর আক্রমণ চালিয়েছে; আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের মুখ কালিমালিপ্ত করার জন্য বারবার চেষ্টা করেছে। পাকিস্তানে একাধিক জঙ্গিগোষ্ঠী রয়েছে, যারা বিভিন্নসময় ভারতের উপর আক্রমণ চালিয়ে ক্ষয়-ক্ষতি করে চলেছে। এইসব জঙ্গিগোষ্ঠীগুলিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার জন্য ভারত বারবার জাতিপুঞ্জে দরবার করেছে, কিন্তু পাকিস্তানের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন চীনের ভেটো প্রয়োগের ফলে ভারত তার উদ্দেশ্যপূরণে সফল হয়নি। ভারত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নানান প্রয়াস চালিয়েছে, কিন্তু সেই প্রচেষ্টাও ভেস্তে গেছে চীনের বিরোধিতায়। তবে এপ্রসঙ্গে বলতে হয় যে এহেন পরিস্থিতিতে রাশিয়া ভারতের পাশে থেকেছে এবং ভারতকে সমর্থন করেছে। চীন এবং রাশিয়া উভয় দেশে সমাজতান্ত্রিকব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও ভারতের সাথে যখনই চীনের বিবাদের পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে তখন রাশিয়া ভারতকে সাহায্য করেছে বা নিরপেক্ষ থেকেছে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশকে সাহায্য করার জন্য ভারত এগিয়ে এলে আমেরিকা ভারতকে আক্রমণ করার জন্য যুদ্ধ জাহাজ পাঠানোর কথা ভেবেছিল; তবে সোভিয়েত রাশিয়ার হস্তক্ষেপে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ভারত আক্রমণ থেকে পিছিয়ে গেছে।[২১]

এস.সি.ও (সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন)-তে যোগদানের পরে ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাশিয়ার অবস্থানের একটি স্পষ্ট বিবর্তন ঘটেছে। ভারতে ভ্রমণকারী বিপুল সংখ্যক রাশিয়ান পর্যটকের ন্যায় বহু রাশিয়ানের ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহের ফলে ভারত সম্পর্কে তাদের মানসিক ভাবনা উন্নত হয়েছে। এস.সি.ও-তে পাকিস্তানের যোগদান এবং আফগানিস্তানে চলমান বন্দোবস্ত প্রক্রিয়া নিয়ে রাশিয়া ও পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে। আস্থাভিত্তিক আংশীদারিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি অর্জন করতে রাশিয়া ও পাকিস্তান সংলাপ শুরু হয়েছিল। উভয়দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রকের মধ্যে সহযোগীতার ফলে পাকিস্তানে 'বন্ধুত্ব-২০১৮' দ্বিপাক্ষিক সামরিক মহড়া হয়। পাকিস্তান এবং রাশিয়ার মধ্যে প্রতিরক্ষাক্ষেত্রে সহযোগীতার মাত্রা দিন দিন বেড়েছে এবং তাদের থিংকট্যাঙ্কগুলির মধ্যে আলোচনার ফলে আঞ্চলিক সুরক্ষা এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরোও গতিলাভ করেছে। উভয়পক্ষের উদ্যোগের ফলে আর্কটিক থেকে দক্ষিণের উষ্ণসমুদ্র পর্যন্ত ট্রান্স-ইউরেশিয়ান মেরিডিয়ান নেটওয়ার্ক তৈরী করা হবে বলে ঠিক হয়েছে। রাশিয়ার সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক ভালো হলেও রাশিয়া ভারতের সঙ্গে তার সম্পর্ক কখনও খারাপ হতে দেয়নি এবং বিভিন্নসময়ে পাকিস্তানের নানান সন্ত্রাসবাদী গতিবিধির নিন্দা করেছে। রাশিয়ার কাছ থেকে চীন এস-৪০০ সহ একাধিক সামরিক সরঞ্জাম ক্রয় করেছে, কিন্তু ভারতের সঙ্গে মিত্রতার কারনে রাশিয়া এস-৪০০ তে আরোও কিছু প্রযুক্তিগত উন্নতি এনে তা ভারতকে বিক্রয় করবে বলে চুক্তি সাক্ষর করেছে।[২২] চীন রাশিয়ার উক্ত পদক্ষেপের বিরোধীতা করে রাশিয়াকে নানাভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করলেও ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক অধিক মজবুত হয়েছে। রাশিয়া-পাকিস্তান সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল দুই দেশের জনমতে পারস্পরিক ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরী করা। প্রায়শই এই সত্যটি উপেক্ষা করা হয়েছে যে, পাকিস্তানের জনমত সম্পর্কে রাশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি নেতিবাচক। আফগান যুদ্ধের পরবর্তী কিছু ঘটনাক্রম পাকিস্তানের উপর মারাত্মক অস্থিতিশীল প্রভাব ফেলেছিল; অস্ত্রের অনিয়ন্ত্রিত বিস্তার, মাদকের সমস্যা, আফগান শরণার্থীদের বিশাল আগমন এবং সমাজে অসংহতিকরণ, জাতিগত কলহ প্রভৃতি সমস্যা তাকে ঘিরে রেখেছিল।

২০১৪ সালে নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পর থেকে ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্কের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটেছে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনার কথা তুলে ধরা যেতে পারে; প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাশিয়ান ফেডারেশনের রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের আমন্ত্রণে ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে রাশিয়া সফর করেছিলেন। ভ্লাদিভোস্টকে অনুষ্ঠিত বিংশতম ভারত-রাশিয়া বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে উভয়পক্ষের নেতৃবৃন্দ বাণিজ্যিক,

অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত ও সাংস্কৃতিক সহযোগীতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভারত-রাশিয়া আন্তঃসরকারী কমিশনের কাজের প্রশংসা করেছে, যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগীতার অগ্রগতি নিশ্চিত করেছে। দ্বিপাক্ষীয় সংলাপের মাধ্যমে প্রতিরক্ষাব্যবস্থা, রীতিনীতি ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাঁধার অবসান ঘটিয়ে যৌথভাবে বিভিন্ন কাজ সমাধান করার জন্য এরা সম্মত হয়েছে।[২৩]

সেন্ট পিটার্সবার্গ ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক ফোরামে বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক সহযোগীতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে ভারত-রাশিয়া ব্যবসায়িক সংলাপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ২০১৯ সালের ১০ই জুলাই নতুন দিল্লীতে ভারত-রাশিয়া কৌশলগত অর্থনৈতিক সংলাপের দ্বিতীয় সংস্করণ আয়োজিত হয়েছে, যেখানে উভয়দেশের মধ্যে কাঠামোগত ও অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগের মাধ্যমে উন্নত সহযোগীতা পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভারতের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রীর নেতৃত্বে ভারতের চারজন মুখ্যমন্ত্রীর একটি প্রতিনিধি দল ২০১৯ সালের ১২-১৩ই আগস্ট ভ্লাদিভোস্টক সফর করেছিল; উভয়পক্ষই অস্থায়ীভাবে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য সহযোগীতার অন্বেষণ করে চলেছে। ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান এবং সমুদ্রতীরের ক্ষেত্রগুলিসহ রাশিয়া ও ভারতে তেল ও গ্যাসক্ষেত্রের যৌথবিকাশে সহযোগীতা করার জন্য সকলেই বদ্ধপরিকর হয়েছে। রাশিয়া থেকে ভারতে জ্বালানি সরবরাহের উপায় ও পরিমাণ বাড়ানোর পাশাপাশি রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল সরবরাহের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি, উত্তরসমুদ্র রুটের সম্ভাব্য ব্যবহার এবং একটি পাইপলাইন সিস্টেম সহ তারা নায়ারা এনার্জি লিমিটেডের ভাদিনর তৈলশোধনাগারের সক্ষমতা বাড়ানোর কথাও উল্লেখ করেছে। ভারত ও রাশিয়া জলবিদ্যুৎ, তাপ বিদ্যুৎ ও অপ্রচলিত উৎস থেকে শক্তি উৎপাদন করার জন্য বিশেষ সুবিধাযুক্ত নক্সা নির্মাণে সহযোগীতা বাড়ানোর জন্য কাজ করে চলেছে। বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরোও উন্নত করার জন্য তারা উত্তর-দক্ষিণ পরিবহন করিডোরের(আই.এন.এস.টি.সি) উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। উভয় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বিমানসহ যাত্রী ও কার্গো বিমানের সম্প্রসারণের সম্ভাবনা পর্যালোচনা করতে রাশিরা সম্মত হয়েছে।[২৪]

পরিকাঠামোব্যবস্থা আরোও দৃঢ় করার জন্য তারা পরিবহন, শিক্ষা, পেশাদার-প্রশিক্ষক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে সহযোগীতা বাড়ানোর কথা মনস্থির করেছে এবং পার্শ্ববিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে যৌথ গবেষণার গুরুত্বকে জোর দিয়েছে। টেলিযোগাযোগ, রোবোটিকস্, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ন্যানো-টেকনোলজি, ফার্মেসি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে উচ্চপ্রযুক্তির প্রয়োগের জন্য উভয়পক্ষ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। ভারত ও রাশিয়ান ফেডারেশনের অর্থনৈতিক উন্নয়ন মন্ত্রক সাইডস হিউম্যান স্পেসফ্লাইট প্রোগ্রাম, স্যাটেলাইট নেভিগেশন প্রোগ্রাম প্রভৃতি দিকে সহযোগীতা যেমন বাড়িয়েছে, তেমনি স্টেট স্পেস কর্পোরেশন 'রোজকস্মস্', এবং ভারতীয় স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন(ইসরো)-এর মধ্যে ক্রমবর্ধমান সহযোগীতাকে স্বাগত জানিয়েছে। তারা সম্মত হয়েছিল বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে যানবাহন নির্মাণ ও বিকাশ, মহাকাশযানের ব্যবহার, গ্রহের অন্বেষণসহ শান্তিপূর্ণ গবেষণা করা হবে। ভারতের প্রথম মানবিক মিশন 'গগনায়ন'-এ রাশিয়া সার্বিকভাবে সাহায্যদানের কথা ঘোষণা করেছে; বহিরাগত মহাকাশ কর্মকাণ্ডের দীর্ঘমেয়াদী গ্যারান্টি, 'স্পেস-২০৩০' এজেন্ডা এবং বাস্তবায়ন পরিকল্পনার বিকাশসহ জাতিপুঞ্জের কমিটির মধ্যে আউটার স্পেসের শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের বিষয়ে সহযোগীতা জোরদার করার লক্ষ্য নিয়েছে।[২৫]

সামরিক ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে ভারত-রাশিয়া নিবিঢ় সহযোগীতা দ্বিপাক্ষিক কৌশলগত আংশীদারিত্বের অন্যতম স্তম্ভ। দুদেশের সশস্ত্র বাহিনীর নিয়মিত সামরিক যোগাযোগ এবং যৌথ অনুশীলনে সকলেই সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। উভয়পক্ষই সামরিক কার্যকলাপ, রাজনৈতিক সংলাপ, যৌথ সামরিক অনুশীলনের পাশাপাশি পরস্পরের সামরিক প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণে আগ্রহ প্রকাশ করে 'ইন্দ্র-২' সম্পাদন করেছে।[২৬] উভয়পক্ষই সমসাময়িক বৈশ্বিক বাস্তবতা প্রতিফলিত করতে এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও সুরক্ষার ইস্যুতে নিজেদের ভূমিকা আরোও কার্যকর ও দক্ষ করার জন্য জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের আহ্বান জানিয়েছে। জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদের জন্য ভারতের প্রার্থিতা রাশিয়া অব্যাহতভাবে সমর্থন করে যাবে বলে ঘোষণা করেছে। ভারত ও রাশিয়া সর্বসম্মতভাবে "সাংহাই সহযোগীতা সংস্থা"-এর

কার্যকারিতা এবং দুর্দান্ত সম্ভাবনা স্বীকার করে সমান ও অবিভাজ্য সুরক্ষার ভিত্তিতে উদীয়মান বহুমেরু বিশ্বব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসাবে সংগঠনটিকে আরোও শক্তিশালী করতে ২০১৯-২০২০ সালে এস.সি.ও প্রেসিডেন্সীর কাঠামোসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাদের যোগাযোগ বাড়িয়ে তুলতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। আঞ্চলিক সন্ত্রাসবাদ বিরোধী কাঠামোর কার্যকারীতা উন্নত করে সন্ত্রাসবাদ, উগ্রবাদ, মাদক-পাচার, আন্তঃসীমান্ত সংগঠিত অপরাধ এবং তথ্যসুরক্ষা হুমকির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কার্যকারীতা বাড়াতে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করার লক্ষ্য নিয়েছে। নেতৃবৃন্দ সন্ত্রাসবাদের তীব্র নিন্দা করার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মঞ্চগুলিকে এই অপকর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ঐক্যফ্রন্ট গঠনের আহ্বান জানিয়েছিল।[২৭]

উভয়পক্ষই রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ (ও.পি.সি.ডব্লু) সংস্থার পক্ষ সমর্থন করেছে, যা রাসায়নিক অস্ত্র কনভেনশন (সি.ডাব্লু.সি)-এর বিধান কার্যকর করতে ভূমিকা নেয়। রাসায়নিক ও জৈবিক সন্ত্রাসবাদের হুমকি মোকাবিলায় উভয়পক্ষ নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত সম্মেলনে রাসায়নিক ও জৈবিক সন্ত্রাসবাদ বিরোধী আচরণ দমনের জন্য একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বহুপাক্ষিক আলোচনা শুরু করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিল। রাশিয়া পরমাণু সরবরাহকারী দলে (নিউক্লিয়ার সাপ্লায়ার গ্রুপ) ভারতের সদস্যপদ লাভের পক্ষে তার দৃঢ় সমর্থন প্রকাশ করেছে। উভয়দেশ সিরিয়ায় সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে লড়াইয়কে গুরুত্ব দিয়েছিল কারণ, জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ দ্বারা এই বিধান নির্ধারিত হয়েছিল। এইভাবে তারা আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শান্তি, সুরক্ষা ও স্থিতিশীলতা প্রসঙ্গে ইরান পারমাণবিক কর্মসূচির (জি.সি.পি.ও.এ) যৌথ সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের রেজ্যুলেশনের প্রতি তাদের সমর্থন অব্যাহত রেখেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভ্লাদিভোস্টকে তার ও প্রতিনিধিদলের অনুগ্রহপূর্ণ আতিথেয়তার জন্য রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাকে পরের বছর একবিংশ ভারত-রাশিয়া বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।[২৮]

অতএব দেখা যাচ্ছে ভারত এবং রাশিয়া এই দুটি দেশ বহু দশক ধরে নিজেদের মধ্যেকার সম্পর্ককে এক সুন্দর বন্ধনে আবদ্ধ রেখেছে। সামরিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সকল দিকেই এরা পারস্পরিক সহযোগীতার মাধ্যমে নিজেদের উন্নতি আরোও অধিক করতে সক্ষম হয়েছে। রাশিয়া একটি সমাজতান্ত্রিক আদর্শ দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্র এবং এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভারতেও সমাজতান্ত্রিক আদর্শে সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার দিকে জোর দেওয়া হয়েছিল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্নপক্ষ থেকে বিভিন্নসময়ে ভারতের উপর চাপ এলেও সকল অবস্থায় রাশিয়া ভারতের বন্ধু হিসেবে পাশে থেকেছে। বিভিন্নসময়ে ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্কের মেরুকরণ বদলেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে রাশিয়া ছাড়াও রোমানিয়া, বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশ অন্তর্ভুক্ত ছিল; উক্ত দেশগুলির মধ্যে সবসময় এক চাপা জাতিগত উত্থানের ধোঁয়া প্রস্ফুট ছিল। ১৯৪৫ থেকে ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ এই দীর্ঘ সময়কালে সোভিয়েতের যাবতীয় নীতি মূলত রাশিয়ার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, অন্যদেশগুলির ভূমিকা ছিল গৌণ। রাশিয়া এবং চীনে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ প্রচলিত থাকলেও চীনের সঙ্গে ভারতের বৈরিতার সম্পর্ক ও সোভিয়েত রাশিয়া (রাশিয়া ফেডারেশন)-এর সঙ্গে ভারতের সুমধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ১৯৬২ সালের পর থেকেই চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক একাধিকবার তিক্ত হয়েছে, ভারতের অবস্থা বিভিন্নসময় কুণ্ঠিত হয়েছে; তবে প্রায় সকল মুহূর্তে রাশিয়া ভারতকে সাহায্য করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পরবর্তীতে রাশিয়ান ফেডারেশন আদর্শগত দ্বন্দ্বকে এড়িয়েও বিভিন্নসময়ে আর্থিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক দিক দিয়ে ভারতকে সাহায্য করেছে। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে ভারত-রাশিয়া মৈত্রীর এক অসাধারণ নজির যা চিরকাল অমলিন থাকবে বলেই আন্তর্জাতিক মহলের মত।

সূত্র নির্দেশ:

১. Donaldson, Robert H. (1972). India: The Soviet Stake in Stability, *Asian Survey: A Bimonthly review of contemporary Asian affairs*, University of California Press, Berkeley, p. 475-492.

২. https://www.indiatoday.in/india/story/how-indira-gandhi-won-1971-war-18884472021-, *Accessed 23rd March 2022.*

৩. *Pekkanen, Saadia, Ravenhill, John, Foot, Rosemary, (2014). Oxford Handbook of the International Relations of Asia,* Oxford University Press*, p. 181.*

৪. https://www.britannica.com/event/Bandung-Conference*, Accessed 23rd March, 2022.*

৫. http://www.mea.gov.in/Uploads/PublicationDocs/191_panchsheel.pdf*, Accessed 23rd March 2022.*

৬. *Das, Gupta; Amit, R; Luthi, Lorenz M. (2016). The Sino-Indian War of 1962: New perspectives,* Routledge India, New Delhi, p. 222-245.

৭. *Luthi, Lorenz M. (2016). India's Relations with China: 1945–1974, McGill University, p. 29-47.*

৮. Mehra, Parshotham, John, Lall, (1991). *Aksai Chin and Sino-Indian Conflict*, Book review, China Report, p. 147-154.

৯. Bedi, Rahul, (1998). India to Sign New 10-Year Defence Deal with Russia, *Jane's Defence Weekly,* p. 16.

১০. https://indianembassy-moscow.gov.in/bilateral-relations-india russia.php#:~:text=Its%20last%20meeting%20was%20held,Moscow%20Conference%20on%20International%20Security. *Accessed 23rd March 2022.*

১১. *Abi-Habib, Maria, (5th Aprili 2018).* India Is Close to Buying a Russian Missile System, Despite U.S. Sanctions*, The New York Times.*

১২. https://www.mea.gov.in/bilateraldocuments.htm?dtl/34606/India_Russia_Joint_Statement_following_the_visit_of_the_President_of_the_Russian_Federation, *Accessed 23rd March 2022.*

১৩. https://www.business-standard.com/article/economy-policy/india-russia-target-15-bn-trade-by-2012-109093000219_1.html, *Accessed 23rd March 2022.*

১৪. https://www.makeinindia.com/19th-india-russia-annual-bilateral-summit, *Accessed 23rd March 2022.*

১৫. *https://mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/India_Russia_Bilateral_Brief_sep_2019.pdf*, *Accessed 23rd March 2022.*

১৬. https://www.livemint.com/news/india/russia-plans-to-set-up-above-20-nuclear-power-

units-in-india-in-next-20-years-1567600889899.html, *Accessed 23rd March 2022.*

১৭. http://www.worldsrichestcountries.com/top-russia-imports.html, Accessed 17th February, 2020.

১৮. https://www.isro.gov.in/update/24-dec-2020/chandrayaan-2-mission-initial-data-release, *Accessed 23rd March 2022.*

১৯. http://www.worldsrichestcountries.com/top-india-imports.html, *Accessed 23rd March 2022.*

২০. *op.cit., Accessed 23rd March 2022.*

২১. Sajjad, Tazreena, (2012). (Ed.). *The Post-Genocidal Period and its Impact on Women*, Plight and Fate of Women During and Following Genocide, Transaction, p. 219-248.

২২. https://www.ndtv.com/india-news/s-400-deal-india-russia-relations-s-400-deal-with-india-noone-elses-business-russia-envoy-targets-us-2760233, *Accessed 23rd March 2022.*

২৩. https://timesofindia.indiatimes.com/india/pm-modi-meets-president-vladimir-putin-discusses-issues-of-mutual-interests/articleshow/70974078.cms, Accessed *23rd March 2022.*

২৪. https://www.livemint.com/news/india/pm-narendra-modi-holds-excellent-meeting-with-valdimir-putin-in-bishkek-1560446434472.html, Accessed 17th February, 2020.

২৫. 'Aryabhata', *The New Encyclopædia Britannica*, (1992). Chicago, Encyclopædia Britannica Inc, 15th edn, Vol-1, p. 611.

২৬. https://www.livemint.com/news/india/pm-narendra-modi-holds-excellent-meeting-with-valdimir-putin-in-bishkek-1560446434472.html, Accessed 17th February, 2020.

২৭. https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/russia-reaffirms-support-to-indias-counter-terror-actions/articleshow/71949579.cms?from=mdr, Accessed 17th February, 2020.

২৮. https://www.indiatoday.in/india/story/pm-modi-accepts-putin-s-invitation-for-75th-anniversary-of-russia-s-victory-in-ww-ii-1595638-2019-09-05, Accessed 16th February, 2020.